সরিষা আবাদ বৃদ্ধির প্রযুক্তি

রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে সরিষা চাষ

যে সকল জমি আমন ধান কর্তনের পর 'জো' আসে না, জমিতে পানি জমে থাকে না কিন্তু কাদা ভাব থাকে সে সমস্ত জমিতে সরিষা চাষ না করে কয়েক মাস পতিত রেখে তারপর বোরো ধান চাষ করা হয়, সে সকল জমি রিলে পদ্ধতিতে সহজেই সরিষা চাষের আওতায় আনা যায়।

রিলে বা সাথী পদ্ধতিতে ফসল চাষ করতে হলে খেয়াল রাখতে হবে যে, জমিতে যেন পানি জমে না থাকে এবং মাটি কাদা কাদা অবস্থায় থাকে। ধান কাটার ১০-১৫ দিন পূর্বে সরিষা চাষের জন্য ধানের জমিতে সার ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানো সারের পরিমাণ হলো: প্রতি শতকে টিএসপিঃ ৭০০-৮০০ গ্রাম, এমওপিঃ ৫০০ গ্রাম, জিপসামঃ ৬০০-৭০০ গ্রাম, জিংক বা দস্তা সার ঃ ২০-২৫ গ্রাম, বোরনঃ ৩০-৩৫ গ্রাম। সার ছিটিয়ে ৪-৫ দিন পর অর্থাৎ ধান কর্তনের ৮-১০ দিন পূর্বে আমন ধানের জমিতে বিঘা প্রতি ১ কেজি সরিষা বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হবে।

বীজ বপনের ৮-১০ দিন পর ধান কাটতে হবে।তবে ধান কাটার সময় যদি ধানের খড় ১২ ইঞ্চি উচু রেখে কাটা হয় তবে তা সরিসার বৃদ্ধির উপকার হবে। ধান কেটে তা বেশি দিন জমিতে না রেখে ২-৩ দিনের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে। এতে সরিষা গাছ পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেয়ে পরিমিত খাদ্য তৈরি করতে পারবে। কাটা ধান সরিয়ে নেবার পর অর্থাৎ ২-৩ দিন পর সরিষার জমিতে প্রতি শতকে ইউরিয়া ৩০০ গ্রাম হিসেবে ছিটিয়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে জমিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে বিকেলে ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হবে।

আমন ধান কর্তনের পর সরিষা আবাদের জন্য "জো" না আসা জমিতে আমনের সাথে সরিষা সাথী ফসল হিসেবে আবাদ করে বোরো ধান চাষ করুন।

মাটি কাদা কাদা অবস্থায় আমন ধান কর্তনের ১৫ দিন পূর্বে সরিষার জন্য বেসাল ডোজে সার ছিটিয়ে দিয়ে ৫ দিন পর বিঘাতে ১ কেজি সরিষা বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে।

গাছের বয়স ২৫-৩০ দিন হলে যদি জমিতে অতিরিক্ত ঘাস থাকে তবে নিড়ানি দিতে হবে। এরপর মাটিতে জো থাকা অবস্থায় প্রতি শতকে ইউরিয়া ৩০০-৩৫০ গ্রাম উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং ৪০-৪৫ দিন পর যখন গাছে ফুল আসবে তখন পানি সেচের পর প্রতি শতকে ইউরিয়া ৩০০-৩৫০ গ্রাম উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সরিষাতে তেমন রোগ ও পোকার আক্রমণ হয় না। তবে দেরিতে বুনলে জাব পোকার আক্রমণ হয়। আশ্বিনের শেষ ভাগ ও মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর) অর্থাৎ আগাম সরিষা বপন করলে জাব পোকার আক্রমণের আশংকা কম থাকে। প্রতি গাছে ৫০ টির বেশি পোকা থাকলে ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি বা সুমিথিয়ন-৫৭ ইসি বা ফলিথিয়ন-৫৭ ইসি বা একোথিয়ন-৫৭ ইসি, ডায়াজিনন ৬০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে বিকালে স্প্রে করতে হবে।

৮০% সরিষা পেকে গেলে সকালের দিকে কর্তন করতে হবে। সরিষা কাটার পর জাগ দিয়ে রাখতে হবে। তারপর শুকিয়ে মাড়াই, ঝাড়াই ও শুকানো কাজ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে চাষ করলে বিঘা প্রতি ৩-৪ মণ সরিষার ফলন পাওয়া যায়। সাধারণত: এক কেজি সরিষা থেকে ৩৫০-৪০০ গ্রাম তেল উৎপাদন হয়, অর্থাৎ বোরো ধান চাষের আগে জমি পতিত না রেখে আমনের সাথে সরিষা রিলে আবাদ করে প্রতি বিঘায় প্রায় ৫০-৬০ কেজি তেল পাওয়া যায়। এতে করে একটি পরিবারে সারা বছরের তেলের চাহিদা পূরণ হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাবনা

www.ais.pabna.gov.bd